Prime Minister participates in the birth centenary celebrations of 'Jatir Pita' Bangabandhu, Sheikh MujiburRahman

March 17, 2020

‘জাতির পিতা’ বঙ্গবন্ধু, শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন সমারোহে প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেছেন।

মার্চ 17,2020

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে, ‘জাতির পিতা’ বঙ্গবন্ধু, শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন সমারোহে অংশগ্রহণ করেছেন।

শ্রী মোদী শেখ মুজিবুর রহমানকে গত শতকের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, “তার সারাটা জীবন আমাদের সকলের কাছে এক বিশাল অনুপ্রেরণা”।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী, বঙ্গবন্ধুকে শৌর্য, বিশ্বাস এবং শান্তির অনুপম প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন যে, বাংলাদেশের ‘জাতির পিতা’ সেই সময়কার যুবিকযুবতীদের দেশেকে স্বাধীন করার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী এই কথার উল্লেখ করেছেন যে, কিভাবে এক দমনমূলক এবং ক্রুর শাসন-ব্যবস্থা সকল গণতান্ত্রিক মূল্যকে অবহেলা করে ‘বাংলার মাটি’-তে অন্যায়ের রাজত্ব কায়েম করেছিল এবং সে দেশের নাগরিকদের জীবন দূর্বিসহ করে তুলেছিল এবং কিভাবে বঙ্গবন্ধু তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বাংলাদেশকে ধ্বংস ও নরহত্যার সময়কাল থেকে বের করে এনে বাংলাদেশকে একটি ইতিবাচক এবং উন্নতিকামী সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেকে সমর্পন করেছেন সেই কথাও তিনি স্মরণ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, “বঙ্গবন্ধু সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার ছিলেন যে, হিংসা এবং নেতিবাচকতা কখনই কোনো দেশের বিকাশের ভিত হতে পারেনা”। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ধারণা এবং প্রচেষ্টা কিছু লোকের পছন্দ ছিলনা, যারা তাকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে”।

শ্রী নরেন্দ্রমোদী বলেছেন, “ কিভাবে সন্ত্রাস তৈরি এবং রাজনীতির ও কূটনীতির হিংসাত্মক অস্ত্র ব্যবহার একটি সমাজ ও একটি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে, তার সাক্ষী আমরা আছি। সারা বিশ্বও এটা দেখছে যে, আতংকবাদ এবং হিংসার সমর্থক সবদেশগুলি কোথায় এবং কোন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে, অথচ বাংলাদেশ লাগাতার ভাবে নতুন উচ্চতাকে ছুঁতে চলেছে”।

শেখ মুজিবুর রহমান যেরকম স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই রকম সোনার বাংলা গঠনের জন্য বাংলাদেশের মানুষজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার সাথে রাতদিন পরিশ্রম করে চলেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী তার খুশী ব্যক্ত করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মহামতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একীভূত এবং বিকাশ মুলক নীতির দ্বারা বাংলাদেশের উন্নতিকে প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা করেছেন।তিনি বলেছেন যে, বাঙ্গলাদেশ অর্থনীতিতে, অথবা সামাজিক সূচকের বা ক্রীড়া জগতে এক নতুন মানদন্ড তৈরি করতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী , বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন, দক্ষতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মহিলাদের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়া এবং মাইক্রোফিনান্সে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব প্রগতির প্রশংসা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, “বিগত কয়েক বছরে, ভারত এবং বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক মৈত্রীতে একটি স্বর্ণময় অধ্যায় রচনা করেছে এবং আমাদের অংশীদারিত্বকে এক নতুন দিশা ও এবং দিক খুলে দিয়েছে, তার কারণ হল বন্ধুত্বপূর্ণভাবে জটিল সীমান্ত সমস্যাকে সমাধান করার লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে বর্ধিত বিশ্বাসযোগ্যতা“।

তিনি আরও বলেছেন যে, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের মধ্যে ভারতের শুধুমাত্র বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদারী দেশ নয়, তার সাথে বিকাশের অংশীদারীও বটে। তিনি দুই দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ বন্টন, ফ্রেন্ডশিপ পাইপ লাইন, সড়ক, রেল, ইন্টারনেট, আকাশপথ ও জলপথ-এর মত সংযোগ-বৃদ্ধি ক্ষেত্রগুলির তালিকা উল্লেখ করেছেন, যেগুলি এমনকি দুই দেশের মধ্যে আরো বেশী সংখ্যক মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে দুই দেশের ঐতিহ্য এসেছে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, অস্তাদ আলাউদ্দিন খান, লালন শাহ, জীবনানন্দ দাশ এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে।

তিনি বলেছেন যে, বঙ্গবন্ধুর থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার এবং অনুপ্রেরণা দুই দেশের ঐতিহ্যকে আরো ব্যাপক, গভীর করেছে এবং বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ গত দশক ধরে দুই দেশের অংশীদারী, উন্নতি এবং সমৃদ্ধির ভিতকে পোক্ত করেছে।

দুই দেশের আসন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা, আগামী বছরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছর এবং 2022 –এ ভারতের স্বাধীনতার 75 বছর উদযাপনকে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এই দুই মাইলস্টোন ভারত এবং বাংলাদেশের বিকাশকে শুধুমাত্র একটি উচ্চতায় নিয়ে যাবে তাই নয় দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধনকেও মজবুত করবে বলে তিনি আস্থাশীল।

নিউ দিলি

মার্চ 17,2020

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and may be referred to as the official press release.